নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তাক্ষ্যে কলেবরমিতি। তদেবং পিবন্তীত্যাদ্যুপক্রমবাক্যসংবাদেনাপি সাধ্বেব স্থাপিতং সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমিত্যাদি ।১২।৪। শ্রীশুকঃ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

শ্রীশুকমুনিকৃত উপদেশের উপসংহারেও শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথাশ্রবণকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ব্যতীত সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তররাহিত্য কথিত হইয়াছে। হে রাজন্! বিবিধ দুঃখ-দাবানলে দন্দহ্যমান দেহাভিমানী জীবের অতি দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরুক হইলে, ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা-রসনিষেবণভিন্ন অন্য কোন তরণ-সাধন তরণী নাই। ১২।৪।৪০ ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৮৬ ॥

শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা,—উপায়ান্তরের অসম্ভব হেতু অন্য প্লব অর্থাৎ উত্তরণসাধন হইতে পারে না। এই পর্য্যন্ত স্বামীপাদকৃত টীকার অর্থ। এস্থলে শ্রীধরস্বামীপাদকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত উপায়ান্তরের অসম্ভব কথাটী অতিশয় যুক্তিযুক্ত। যেহেতু অন্য যত অঙ্গভক্তিসাধন আছেন, সমস্তগুলি অঙ্গই হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক সেই সেই অঙ্গসাধনে প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সাধুমুখে শ্রীহরিলীলাকথা শ্রবণে রতির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য অঙ্গভক্তি-সাধনে প্রবৃত্তির উদগম্ হওয়া অসম্ভব। ইহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ ১২।৫ অধ্যায়ও পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকার উপক্রম উপসংহারময় রূপেই বর্ণিত আছেন। "হে রাজন্! যে ভাগ্যবান্ জীব এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁহার কেমন করিয়া অন্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা করা যাইতে পারে? যেহেতু ব্রহ্মা যাঁহার প্রসাদজ অর্থাৎ রজোগুণবৃত্তি হর্ষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরতন্ত্র, সর্ব্বসংহারকর্ত্তা রুদ্রও যাঁহার ক্রোধ হইতে সমুৎপন্ন, অতএব তিনিও যাঁহার অধীন, সেই বিশ্বের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর প্রতিশ্লোকে অনুক্রমে যাঁহাতে বর্ণিত হইয়াছেন।" এইরূপ উপক্রম করিয়াও ১২।৫।১৩ শ্লোকে নিজপ্রিয়তম শিষ্য পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃতার্থতা পরীক্ষার জন্য শ্রীশুকমুনি প্রশ্ন করিতেছেন—"হে রাজন্! হে বৎস! তুমি যে সর্ব্বাত্মা প্রিয়তম শ্রীহরির লীলা শ্রবণের জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা এই ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। পুনর্ব্বার তুমি কি শুনিতে চাও?" এই উপসংহারবাক্যেও হরিকথা-শ্রবণের তাদৃশ মহিমা অতিশয় থাকা জন্য পূর্ব্ববর্ণিত লীলাকথা-শ্রবণের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উপক্রমে এবং উপসংহারে হরিকথা-শ্রবণেরই প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় এস্থলে হরিকথা-